بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৬ই মার্চ, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [৫৯:১৯]

[৫৯:১৮]

এই আয়াত দু'টো সূরা হাশর থেকে নেয়া হয়েছে। এর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতকারী।

সচরাচর যা দেখা যায় তাহলো, সকল পাপ এবং গুনাহ্‌র মূল কারণ হচ্ছে, সেসব পাপ এবং গুনাহ্‌কে তুচ্ছ মনে করে সেগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা না করা বা সেদিকে মনোযোগ না দেয়া। কিন্তু এই অসাবধানতাই পরবর্তীতে মানুষকে বড় পাপে লিপ্ত করে কেননা, এরফলে মানুষ ধীরে ধীরে নেকি এবং পুণ্যকে ভুলে যায় এবং পুণ্যের সেই মানকে ভুলে বসে যাতে এক মু'মিনের উপনীত হওয়া উচিত, খোদার ভয় কমে যায়, তাক্বওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, মৃত্যুত্তর জীবনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে না। এক কথায় ঈমানের দাবীদার এক ব্যক্তি কার্যতঃ ঈমানের আবশ্যকীয় শর্তাবলী মেনে চলা ছেড়ে দেয় আর এরফলে খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সে আর মু'মিন হিসেবে গণ্য হয় না। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরালভাবে বা তাকিদপূর্ণভাবে বলেন, কেবল ইহকালের বা এই পৃথিবীর ক্রীড়া-কৌতুক, পার্থিব আকর্ষণ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়েই মত্ত থাকবে না বা উদ্বিগ্ন থাকবে না বরং তোমাদের মূল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ বা আগামী দিন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় তোমাদের ঈমানের মান এবং আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করা তোমাদের জীবনের মূল অগ্রগণ্য বিষয় বা মূল চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। তোমাদের মৃত্যুত্তর জীবন এবং পারলৌকিক জীবনে হিসেব-নিকেশের ওপর ঈমান তোমাদের চিন্তা-ধারা বা চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যদি এমনটি হয় কেবল তবেই তোমাদের সত্যিকার চারিত্রিক উন্নতি হবে এবং তা কেবল ভাসাভাসা বা বাহ্যিক চারিত্রিক গুণ হবে না বরং

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য-সম্বলিত হবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মু'মিন হওয়ার দাবী তখনই প্রকৃত বলে গণ্য হবে যখন আগামী দিন বা পরকালের ওপর তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। খোদার সত্তায় তোমাদের ঈমান, নিশ্চিত, নিঃস্বার্থ এবং সত্যভিত্তিক তখনই তাঁর দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ গণ্য হবে যখন আগামী দিন বা পরকালকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে। প্রথম যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! খোদা ভীতির মাঝে জীবন অতিবাহিত কর আর তোমাদের প্রত্যেকের এ কথার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই যে, আমি পরকালের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করেছি এবং সেই খোদাকে ভয় কর যিনি সর্বজ্ঞানী। তোমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে অর্থাৎ, তিনি সবিশেষ অবহিত এবং বিচার-বিশ্লেষণকারী। তাই তিনি কোনভাবেই তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আমল বা কর্ম গ্রহণ করবেন না।" (সত বচন,রূহানী খাযায়েন দশম খন্ড; পৃ:২২৫-২২৬)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশটি আমাদের প্রত্যেককে গভীর প্রণিধান ও চেষ্টা করে বুঝতে হবে অর্থাৎ, খোদাভীতির আলোকে আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। সে সকল কথার ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা যা আমাদের পরকালকে সুনিশ্চিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কেও অবহিত এবং আমাদের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে, তাঁকে শুধু বাহ্যিক কথা-বার্তায় ভোলানো বা প্রতারিত করা সম্ভব নয়। বরং যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা মেকী ও খাঁটির মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ কর্ম বা আমল তিনি গ্রহণ করবেন না। তাই একজন মু'মিনের জন্য এটি অনেক বড় চিন্তার বিষয় অর্থাৎ, তার পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যেখানে মানুষের কর্মের হিসাব হবে। যারা মু'মিন নয়, তাদের মত আমরা যেন এই ইহজগতকেই সবকিছু মনে না করি বরং সত্যিকার সফলতা লাভের জন্য আমাদের উচিত তাক্বওয়া অবলম্বন করা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন,

'ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি রহস্য আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে উন্মোচন করেছেন আর তাহলো, মানুষের আজই আগামীকালের জন্য চিন্তা করা। এরফলে ইহজীবনও সুন্দর ও সুসজ্জিত হবে আর পরকালও সুন্দর এবং সুনিশ্চিত হবে।' তিনি (রা.) আরো বলেন, 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষা وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ মেনে চললে মানুষ কেবল ইহজীবনেই সফলকাম হয় না বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পরকালেও সাফল্য লাভ করে। আমরা কখনও পারলৌকিক জীবনের জন্য পাথেয় বা পূঁজী সংগ্রহ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আজ থেকেই সেই স্থায়ী নিবাসের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করব।' (হাকায়েকুল ফুরকান চতুর্থ খন্ড,পৃ:৬৬-৬৭)

এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি একথাও বলতে চাই, এই আয়াতটি আমরা বিয়ের খুতবাতেও পাঠ করে থাকি। বিয়ের খুতবায় যেসব আয়াত পাঠ করা হয় এটি সেগুলোর শেষ আয়াত। নিকাহ্ বা বিয়ের খুতবায় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা তোমাদের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও দায়িত্ববান হবে আর এই সম্পর্কের সুবাদে যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয় তাও পালন কর। সততা অবলম্বন কর কেননা এরফলে সৎকর্মের এবং আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবে। যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চল তাহলে এতে তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি পরকালের বিষয়ে সচেতন থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর প্রতিও তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের অগণিত নির্দেশাবলী রয়েছে যা পারিবারিক জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ যদি ভাবে এবং চিন্তা করে তাহলে সে নিজেই এর মাধ্যমে লাভবান হয়, যেমনটি কি-না হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন, তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই সুন্দর ও নিরাপদ হয়ে যাবে। ইহকালে পারিবারিক জীবন জান্নাতপ্রতীম হয়ে উঠবে এবং খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার কল্যাণে পারলৌকিক পুরস্কারও লাভ হবে। অধিকন্তু সে কেবল নিজেই উপকৃত হবে না বরং তার সন্তান-সন্ততিও এ কারণে পুণ্যের পথে অগ্রসর হবে। এক কথায় সে শুধু নিজের ভবিষ্যতকেই সুনিশ্চিত করছে না বরং একটি প্রকৃত মু'মিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও নিশ্চয়তার বিধান করবে বরং বিধান করে থাকে কেননা, সাধারণত এমন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পুণ্যের ওপর বিচরণকারী হয়ে থাকে।

অতএব সে সকল পরিবার বা সেসব মানুষ যারা তুচ্ছ কারণে নিজেদের ঘর ধ্বংস করছে, যদি তারা খোদার নির্দেশ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং তার ওপর আমল করা শুরু করে তাহলে তারা শুধু নিজেদের ঘরেরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবে না বরং নিজ সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত ও সুশিক্ষা এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার পথের দিশারীও হয়ে যাবে। আর তাদের জীবন সুন্দর ও সুশোভিত করারও কারণ হবে বরং খোদা তা'লার পুরস্কার তারা ইহজীবনেও লাভ করবে আর পরকালেও লাভ করবে। অতএব এমন পরিবারগুলোকে চিন্তা করা উচিত যারা তুচ্ছ কারণে শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থে নিজেদের ঘরগুলোকে ধ্বংস করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু আপনাদেরই সন্তান নয় বরং তারা জামাত এবং জাতিরও সম্পদ। তাদের সঠিক পথ দেখানো পিতা-মাতার দায়িত্ব আর এটি তখনই সম্ভব যদি পিতা-মাতা নিজেদেরকে খোদা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার অধিনস্ত রাখার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এ হলো একটি দিক যে বিষয়ে সকল মু'মিনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন নিজের এবং সন্তান-সন্ততির ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত করা যায়।

আমাদের জীবনে অগণিত এমন মুহূর্ত আসে যখন আমরা তাক্বওয়ার নীতি অনুসরণ করি না, পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখি না, এ পৃথিবীর উপায়-উপকরণকেই সবকিছু মনে করি, অজ্ঞাতে বা অবচেতন মনে জাগতিক অবলম্বনকে আল্লাহ্ তা'লার ওপর প্রাধান্য দেই। এছাড়া নিজের দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও আলস্যের কারণে ইহলৌকীক ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করি। নিজের ঐহিক আগামীকেও ধ্বংস করি আর পারলৌকিক স্বার্থকেও অবজ্ঞা করি। একবারও ভাবি না, এর ফলাফল কত ভয়াবহ হতে পারে। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খুবই সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, মু'মিনের উচিত কর্মের পরিণাম সম্পর্কে প্রথমে চিন্তা করা যে, এর ফলাফল কী দাঁড়াবে। মানুষ রাগের মাথায় হত্যা করতে চায়, গালি দেয়, কিন্তু তার ভাবা উচিত যে, এর পরিণাম কী হবে। এই মূলকথাকে দৃষ্টিপটে রাখলে সে তাক্বওয়ার ওপর পদচারণার তৌফিক পাবে। যদি আমরা দেখি তাহলে স্পষ্ট হবে যে, সকল পাপ এবং গুনাহ্র কারণ হলো, মানুষ যখন সেই পাপ করে তখন তার মাথায় এক খান্নাস বিরাজ করে বা এক শয়তান বিরাজ করে। অপরিণামদর্শী হয়ে কাজ হয়ে থাকে। কোন হত্যাকারী বা খুনী বা পাপাচারী স্বেচ্ছায় অপরাধের ফলাফল মাথা পেতে নেবে; এমনটি বিরলই হয়ে থাকে। এমন মানুষ যারা স্বীকার করে বা শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার দাবী করে তারা বদ্ধউন্মাদ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ যখন এই উন্মাদনার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। যারা পেশাদার অপরাধী তাদের কথা ভিন্ন, তারা এর বাইরে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের কথা বলছেন না যারা অপরাধে অভ্যস্ত বা যারা পুরো উন্মাদ বরং যারা ঈমানের দাবী করে তাদের কথা বলছেন, মু'মিনের পরিচয় হলো, আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রাখা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ফলাফল বা পরিণতি বা আগামী দিনের ওপর কীভাবে দৃষ্টি রাখতে হয় সে সম্পর্কে বলেন, 'এ কথার ওপর ঈমান থাকা চাই, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو । অর্থাৎ, তোমরা যে কাজই কর আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে, কোন সবিশেষ অবহিত এবং সর্বজ্ঞানী বাদশাহ্ রয়েছেন যিনি সকল প্রকার পাপাচারিতা, প্রতারণা, ধোঁকা এবং আলস্য ও ঔদাসীন্যকে দেখছেন এবং এর শাস্তি দিবেন তাহলে সে এথেকে রেহাই পেতে পারে বা বাঁচতে পারে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এমন ঈমান সৃষ্টি কর। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের দায়িত্ব, চাকরি, পেশা, কাজকর্ম ইত্যাদিতে আলস্য দেখায়। এমনটি করলে আয় উপার্জন বা রিযিক আর হালাল থাকে না'। **(হাকায়েকুল ফুরকান চতুর্থ খন্ড,পৃ:৬৭-৬৮)**

অর্থাৎ, জাগতিক বিষয়েও যারা আলস্য দেখায় এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে না তারাও নিজেদের আগামী দিন বা ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে এবং যে রিযিক বা জীবিকা তারা উপার্জন করে তা আর হালাল থাকে না কেননা, এটি প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত বা লব্ধ রিযিক।

অতএব এই আয়াত যা আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে তা অতি ব্যাপক একটি আয়াত এবং প্রতিটি পদক্ষেপে একজন প্রকৃত মু'মিনকে কোন সামান্য দুর্বলতা বা পাপের দিকেও অগ্রসর হতে বারণ করে বা সেই পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

তাই আমাদের নিজেদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ, আমরা যেন এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্মকে দেখছেন। আর এ কথার ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, তিনি আমাদের সকল প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণাও দেখছেন যা তুচ্ছ মনে করে সামান্য লাভের উদ্দেশ্যে আমরা করে থাকি বা কাজে যদি আলস্য দেখাই বা জেনে-শুনে চুক্তি অনুসারে কাজ সমাপ্ত না করি, এভাবে হয়তো কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে সমধিক সার্থসিদ্ধি করা যাবে। তাহলে স্মরণ রাখবেন, এমন আচরণ খোদার পছন্দ নয়। আর যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এর প্রতিদান যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ও বলেছেন, মানুষ অবশ্যই এর পরিণাম দেখবে আর এর পরিণাম বা ফলাফল হয়ে থাকে শাস্তি।

তাই মু'মিনকে আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলে তার সামান্য পারিবারিক বিষয়াদি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, বাণিজ্যিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় সকল ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর যে তাক্বওয়ার দাবী অনুসারে জীবন-যাপন করে না তার এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হবে। মানুষের এ কথা মনে করা উচিত নয়, ধর্মের সাথে জাগতিক বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। মু'মিনের জন্য তাক্বওয়ার পথে পদচারণার নির্দেশ রয়েছে। আর তাক্বওয়ার মাঝে সকল জাগতিক এবং ধর্মীয় কার্যাবলিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে পালন করা আবশ্যক। অনেক সময় মানুষ জাগতিক ক্ষয়ক্ষতির পরীক্ষা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। সে মনে করে, যেভাবেই হোক না কেন অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে হবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন কোন রীতি যার অধীনে প্রতারণার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করা হয় তা মানুষকে ধর্ম এবং ঈমান থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর এই বাহ্যিক বা জাগতিক বিষয় ধর্মের ক্ষেত্রে বা ধর্মের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে আর আমি যেমনটি বলেছি, তা ধীরে ধীরে ধর্ম এবং খোদা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ কারণেই একজন মু'মিনের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, ঈমানের পরীক্ষা জাগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হয়ে থাকে। এর ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয়-ই ধ্বংস হয়ে যায়।

অতএব এই চিন্তা-চেতনার সাথে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত আর এজন্য প্রতিটি কাজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত কেননা, আমার প্রতিটি কর্মের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। এই চিন্তা-চেতনা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে একজন মু'মিন প্রকৃত অর্থে মু'মিন হয় বা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পথে সে অগ্রসর হয়। এই মান বা মানে উপনীত হওয়ার জন্য কোন জামাতী বা অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট ফরম দেখা বা এর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক

ব্যক্তি, সে এই মানে উপনীত কি-না তা সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের পূর্বে তার মাথায় এই ধারণা জাগ্রত হয় কি-না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার এই কাজ দেখছেন। যদি আমি পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বহুগুণ প্রতিদান বা পুরস্কারেরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর যদি নিয়্যতে দুরভিসন্ধি থাকে তাহলে মানুষের মনে রাখা উচিত, আমি খোদার হাতে ধরাও পড়তে পারি। আমাদের সকলেই যদি এমন চিন্তা-চেতনা নিয়ে নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে এবং পালনের চেষ্টা করে তাহলে জামাতের সার্বিক তাক্বওয়ার মান উন্নত হবে আর জামাতী পর্যায়েও তাক্বওয়ার এই উন্নত মান সহসাই দৃষ্টিগোচর হবে। তরবীয়ত বিভাগও সমস্যার সম্মুখীন হবে না আর উমুরে আমা এবং বিচার বিভাগের জন্যও আর কোন সমস্যা থাকবে না। অন্যান্য বিভাগকেও তখন আর স্মরণ করাতে হবে না ।

তাই নিজেদের হৃদয়কে সবসময়, সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা বিশ্লেষণ করা উচিত আর শয়তানের আক্রমন হতে নিজেদের বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি কোন সময় এদিকে দৃষ্টি না যায় তাহলে শয়তানের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। একথা ভুলানোর ক্ষেত্রে শয়তানই ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা শয়তানেরই হয়ে থাকে। আগামী দিনের জন্য যদি চিন্তা না থাকে তাহলে শয়তানই মানুষকে তা ভুলিয়ে থাকে। শয়তানই বলে, একথা ভুলে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে দেখছেন। যদি আমরা খতিয়ে দেখি তাহলে সুস্পষ্ট হবে, অধিকাংশ মানুষ ভাবেই না বা চিন্তাই করে না, আমার কাজের ওপর খোদা তা'লার দৃষ্টি রয়েছে এবং এর পরিণাম বা পরিণতি কী হতে পারে। এসব কিছুর কারণ হলো, মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার দেহে সঞ্চালিত হয়। অনেক রোগ-ব্যাধি মানুষের এ কারণে ক্ষতি করে, কোন কারণে দেহে ইনফেকশন হয় আর রক্তপ্রবাহের সাথে তা শরীরে ঘূর্ণায়মান থাকে। ধীরে ধীরে তা ছড়াতে থাকে এবং এক সময় তা দেহের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মানুষ জানতেই পারে না যে, রোগের আক্রমন হয়েছে বরং কেউ যদি অনেক সাবধানও হয় আর সামান্য আলস্যের পর ডাক্তারের কাছে গেলেও প্রথম দিকে অনেক ডাক্তারও বুঝে না, ভেতরে কোন রোগ আছে যা রক্তের সাথে দেহে সঞ্চালিত হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, বায়ুতে বা বায়ুমণ্ডলে অনেক সময় জীবাণু থেকে থাকে, একজনের দেহ থেকে তা অন্যের মাঝে সংক্রামিত হয় আর এভাবে রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। আজও অনেক মহামারির প্রকোপ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম দিকে বুঝাই যায় না, ধীরে ধীরে যখন তা ছড়িয়ে পড়ে তখন বুঝা যায়। কিন্তু আজকের যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি হলো, এ যুগের আধ্যাত্মিক ব্যাধি বা আধ্যাত্মিক রোগ। আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি বর্তমানে অনেক বেশি ছড়িয়ে রয়েছে অথচ মানুষ তা বুঝতেই পারছে না, কখন শয়তান তার রক্তে ঢুকে গেছে আর আধ্যাত্মিক ব্যাধি ছড়াতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রক্তে শয়তানের আবর্তনের ফলে যেই রোগ দেখা দেয় তা দৈহিক ব্যাধির চেয়ে এই

দিক থেকে বেশি ভয়াবহ, দৈহিক ব্যাধির ফলে দেহ প্রভাবিত হওয়া আরম্ভ হয়, দেহে ব্যথা-বেদনা দেখা দেয়, আলস্য দেখা দেয়। সময়ের সাথে সাথে কষ্ট বাড়তে থাকে। মানুষ তখন তা নিজেই অনুভব করে আর ডাক্তারের কাছে যায় এবং বলে, আমি অসুস্থ, আমাকে ঔষধ দাও। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধি এই অর্থে বেশি ভয়াবহ, খোদা তা'লা থেকে মানুষ যখন দূরে সরে যায় আর শয়তানের আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখনও সে নিজেকে অসুস্থ মনে করে না বরং মনে করে, আমি ভালই আছি। কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধব, তার প্রতি সহানুভূতিশীলরা যখন বুঝতে পারে, সে অসুস্থ তখন তারা তাকে বুঝায়। বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যারা রোগের চরম সীমায় পৌঁছে যায় তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের ভুল বুঝে। তারা মনে করে, আমার বন্ধুরা আমাকে ভুল বলছে এবং নিজেকে সে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

অতএব শয়তানের আক্রমন বা আধ্যাত্মিক ব্যাধি দৈহিক রোগ-ব্যাধির চেয়ে অনেক ভয়াবহ হয়ে থাকে কেননা, প্রায়শই মানুষ এর জন্য কোন চিকিৎসা গ্রহণ করা পছন্দ করে না। অন্যরা চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও সে এদিকে দৃষ্টি দেয় না।

অতএব রোগের আক্রমনের পূর্বেই একজন মু'মিনকে নিজের অবস্থা এবং অবস্থান খতিয়ে দেখে সাবধানতামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আর এই সমাজে আমি যেমনটি বলেছি, বায়ুমণ্ডলে স্থায়ীভাবে আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি বিরাজ করছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য অব্যাহত আমল বা স্থায়ী চিকিৎসারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। আর এটিই একজন প্রকৃত মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং তার উচিত এই উদ্দেশ্যে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা করা। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মু'মিন কখনও আল্লাহ্‌র ভয় থেকে মুক্ত থাকে না এবং থাকা উচিতও নয়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাতে যখনই তিনি উঠতেন অতি বিনয় এবং নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন, খোদা তা'লা আপনার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনার এত দুঃশ্চিন্তার প্রয়োজন কী, এত ভয়-ভীতির সাথে নিজের জন্য কেন দোয়া করছেন? আপনার নিজের জন্য এত ভয়ের কারণ কী? বরং মহানবী (সা.) তো এ কথাও বলেছেন, মানুষের রক্তে শয়তান আবর্তিত হয় বা সঞ্চালিত হয়। তিনি (সা.) বলেছেন, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে; অর্থাৎ কোন অধ্যাত্মিক ব্যাধির আক্রমন হানার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তিনি (সা.) বলেছেন , আমার মুক্তিও খোদার কৃপার ওপরেই নির্ভরশীল। আমারও স্থায়ীভাবে তাঁর সামনে বিনত বা সিজদাবনত থাকা প্রয়োজন। এসব কিছু সত্ত্বেও যেখানে মহানবী (সা.) এত বিনয় এবং ভীতি প্রকাশ করে থাকেন সেখানে আর কে আছে যে বলতে পারে, আমার সবসময় এবং সকল কাজের ক্ষেত্রে আগামী দিনের ওপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নেই এবং কাজ করার পর খোদার কৃপার সন্ধানে রত থাকার দরকার নেই।

তাই সবসময় সচেতন এবং সতর্ক থাকা উচিত। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে সর্বদা নিজেদের কাজ এবং নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সবসময় খোদার কাছে তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইতে থাকা আবশ্যক। সবসময় হৃদয়ে এই চিন্তা-চেতনা বিরাজমান থাকা উচিত, আমি আমার ঈমানকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে পারি আর এ দিকেই পরবর্তী আয়াত যা আমি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অর্থাৎ তাদের মত হয়ে যেও না যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে গেছে। কেননা এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের নিজের সত্তা সম্বন্ধেই উদাসীন করে দিবেন। আমি যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে অসুস্থ মনে করে না বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা তাদেরকে অসুস্থ মনে করে তাদের চিকিৎসার চেষ্টা করলে তারা উল্টো সহানুভূতিশীলদেরই অসুস্থ এবং উন্মাদ মনে করে। এককথায়, আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিজেদেরকে চেনার বিষয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন করে দেয় আর এর ফলাফল ধ্বংস এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। স্মরণ রাখা উচিত, মানুষ সচরাচর আল্লাহ্ তা'লাকে তিনভাবে ভুলে যায় বা সচরাচর তিন ধরণের মানুষ পৃথিবীতে আমাদের চোখে পড়ে যারা খোদা থেকে দূরে সরে গেছে বা দূরে অবস্থান করে।

প্রধানতঃ এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর চরম ধৃষ্টতার সাথে বলে, আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই। যেভাবে আজকালকার মানুষের এক বিশাল শ্রেণী এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা শিক্ষিত হওয়ার দাবী করে। তারা নিজেদের শিক্ষা নিয়ে বড় গর্ব করে। আর এরা প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেটে বিভিন্নভাবে যুবকশ্রেণী ও অপরিপক্ক মন-মানসিকতার অধিকারী লোকদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে বিষিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় শ্রেণী তারা যাদের সর্বশক্তির আধার খোদার ওপর প্রকৃত এবং সত্যিকার ঈমান নেই, যার সামনে একদিন তাদেরকে উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। যদিও তারা এই ঈমান বা বিশ্বাস রাখে বা এ কথা স্বীকার করে, একজন খোদা আছেন যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অধীনে একটি ব্যবস্থাপনা কাজ করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কথার ওপর তারা আমল করে না।

আর তৃতীয় শ্রেণী তারা যারা জাগতিক ঝঞ্ঝাটে এতটাই নিমজ্জিত, আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। কখনো কোন সময় স্মরণ হলে নামাযও পড়বে আর দোয়াও করবে কিন্তু কোন স্থায়ীত্ব বা অবিচলতা নেই। এদিকে মনোযোগ নেই, আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের জন্য পাঁচ বেলার নামায ফরয বা আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যাহোক এ কথা নিশ্চিত, যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় তারা পরিণতিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে পর্যায়ে তাদের নৈতিক অধঃপতনও ঘটে আর আধ্যাত্মিক অধঃপতনও হয় আর পরিণতিতে তাদের মানসিক প্রশান্তিও হারিয়ে যায়। তারা মনে করে, জাগতিক কার্যকলাপেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তাই এই জাগতিক কাজ প্রথমে কর আর আল্লাহ্র অধিকার পরে দেয়া যাবে কেননা জাগতিক স্বার্থে তারা তাৎক্ষণিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য

নিহিত বলে মনে করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, এমন লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবহার করেন, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের বিষয়েই উদাসীন করে দিয়েছেন আর এমন মানুষ কখনো মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

তাই আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলেছেন, যদি সত্যিকার তাক্বওয়া তোমাদের মাঝে থাকে আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে যদি ঈমান এবং বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই সকল শর্ত মোতাবেক জীবন যাপন কর যার অধীনে জীবন যাপনের জন্য খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাহলো নিজেদের প্রতিটি কাজের পরিণাম দেখো। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, খোদা তা'লা তোমাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ-কর্ম দেখছেন। আর যদি মানুষের চিন্তা-ভাবনা এমন হয়ে যায় তাহলে তার সকল কাজের ধরন এবং রীতিই বদলে যায়। তখন মানুষ নিজেই অনুভব করে, এ কারণে আমার ওপর খোদার ফযলের বা কৃপার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার মনে আছে যখন আমি কেনিয়া সফরে গিয়েছিলাম, সেখানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদও উপস্থিত ছিলেন যিনি আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সাথেও সাক্ষাত করেছি। তিনি আমাকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন যা মেনে চলায় আমার অনেক লাভ হয়েছে। সেই নসীহত ছিল এই, তুমি সকল কাজ করার পূর্বে চিন্তা করবে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন আর তাঁর কাছে তোমার সকল কথা এবং কাজের রেকর্ডও রয়েছে।

এখন আমার মনে নেই, তিনি মুসলমান ছিলেন নাকি খ্রিষ্টান। খুব সম্ভব এই ব্যক্তি খ্রিষ্টান ছিলেন। যদি এ ব্যক্তি লাভবান হতে পারেন তাহলে একজন প্রকৃত মু'মিন কতটা লাভবান হতে পারবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সে যদি কাজের পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে আর সব সময় একথা স্মরণ রাখে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত খোদা আমার প্রতিটি কাজ এবং কর্মকে দেখছেন; তাই আমাকে আমার প্রতিটি কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে? যদি এই চিন্তা-চেতনা না থাকে আর খোদা তা'লাকে যদি ভুলে যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে 'ফাসেক' শব্দ ব্যবহার করে ঈমানের দাবীদারদের সামনে এটি সুস্পষ্ট করেছেন, যদি তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হও, নিজের আগামী দিন সম্পর্কে চিন্তা না কর, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে না চল তাহলে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর দুষ্কৃতকারী হলো তারা যারা খোদা প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘন করে, যারা পাপে নিমজ্জিত এবং লিপ্ত থাকে, যারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং যারা সত্য থেকে দূরে সরে যায়। অতএব যদি আমরা আত্মবিশ্লেষণ না করি, আমাদের প্রতিটি কাজ খোদার নির্ধারিত মাপকাঠিতে যাচাইয়ের চেষ্টা না করি তাহলে সত্যিই গভীর চিন্তার বিষয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, এমন লোকদের মত হয়ো না যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ। অর্থাৎ, যারা এই রহমত এবং পবিত্রতার উৎসস্থল মহা পবিত্র খোদাকে পরিত্যাগ করেছে আর নিজেদের দুস্কৃতি, ধূর্ততা এবং অপরিণামদর্শীতা এক কথায় হরেক প্রকার ষড়যন্ত্র এবং ধূর্ততা মাধ্যমে সফল হতে চায় অর্থাৎ শেয়ালের মত চালাকির মাধ্যমে তারা সফলতা হস্তগত করতে চায়। উর্দূতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, শেয়ালের মত ধূর্ত, সেই শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি (রা.) আরো বলেন, মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অনেক অভাব এবং চাহিদা মানুষকে পূরণ করতে হয়। সে খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বন্ধু-বান্ধবও থাকে আবার শত্রুও থাকে। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতে মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হলো, সে এই কথার ওপর দৃষ্টি রাখে যে খোদার সাথে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্কে সবসময় স্মরণ রাখে আর খোদা তা'লাকে বন্ধু-বান্ধব এবং সকল কল্যাণকর বিষয়ের ওপর সে অগ্রগণ্য মনে করে। তিনি আরো বলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সে যদি কোন বন্ধুর ওপর নির্ভর করে থাকে তাহলে হতে পারে সমস্যা আসার পূর্বেই সেই বন্ধু পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে বা অন্য কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হয়তো তার কোন সাহায্যে আসার মত কোন যোগ্যতাই আর থাকবে না। কোন বিচারকের ওপর যদি সে ভরসা করে থাকে তাহলে হয়ত বিচারকের বদলি হয়ে যাবে এবং সেই উপকার সে আর লাভ করতে পারবে না। আর সেসব বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন যাদের কাছে তার সাহায্যের প্রত্যাশা থাকে এবং যাদের ওপর পূর্ণ ভরসা থাকে, তারা দুঃখ-কষ্টের সময় আমাকে সাহায্য করবে, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এত দূরে সরিয়ে দিতে পারেন যে, তারা আর কোন কাজেই আসতে পারে না। তাই কখনো খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যিনি জীবন-মৃত্যুতেও আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন না। জীবন-মৃত্যুতে কেবলমাত্র খোদা তা'লাই সঙ্গ দেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সেসব লোকদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এরফলে তোমরা দুঃখ-বেদনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না আর শান্তিও পাবে না বরং সকল অর্থে লাঞ্ছনার শিকার হবে। আর এমনও হতে পারে, তোমাদের বন্ধুদের পক্ষ থেকেই সেই লাঞ্ছনা আসবে। এমন মানুষ যারা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা কারা? তারা পাপাচারী ও দূরাচারী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকে না। কেবল এমন নয় যে, তারা ঈমানের ক্ষেত্রেই দুর্বল বরং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির জন্য তাদের হৃদয়ে কোন ভালবাসাও থাকে না। খোদার সৃষ্টির প্রতি তারা ভালবাসা প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ, তারা খোদার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করে না আর বান্দাদের প্রাপ্যও তাদেরকে দেয় না। অতএব আমাদের সবাইকে নিজেদের প্রতিটি কর্ম খোদার নির্দেশের অধিনস্ত করার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের সাময়িক

স্বার্থের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ বা আগামী দিনের ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।